হারুকি মুরাকামি এবং তাঁর তুষারমানব

সাগুফতা শারমীন

হারুকি মুরাকামির জন্ম ১৯৪৯ এর জাপানে, কিয়োটো শহরে। ১৯৮৭ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নরওয়েজিয়ান উড' প্রকাশিত হওয়ার পর আর পেছনে তাকাননি তিনি, লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর বহু ভাষায়, সমালোচিত হয়েছে তাতে পশ্চিমা-ছাপের জন্যে। একদা কট্টর সমালোচক কেনজাবুরো ওয়ে তার হাতে তুলে দিয়েছেন ইয়োমিউরি পুরস্কার, ধরা হয় একালের জীবিত অসামান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি একজন। যেকোনো মনোযোগী পাঠকের জন্যে তিনি এক অদ্ভূত আবিষ্কার। সন্ধ্যেবেলা ঘর থেকে বের হলেই আকাশের নীল যে তৎক্ষণাৎ আপনার ফুসফুসকে নীলরঙে চুবিয়ে তোলে, কিংবা মে মাসের বাতাস যে আপনাকে ফুলিয়ে তোলে, খসখসে চামড়ার আর বীজে টনটনে শাঁসালো পিচ্ছিল ফলের মত এটা বলবার জন্যে বিশ্বসাহিত্যে মুরাকামির মাপের একটা শূণ্যতা ছিল।

মুরাকামির নানান ছোটগল্পই অনেকসময় উপন্যাসে পরিণত হয়েছে। তাঁর গল্পে তিনি রেখে যান উপন্যাসের ঝরা ময়ূরপালক। যেমন- 'জোনাকী' গল্পটা হয়ে উঠেছে উপন্যাস 'নরওয়েজিয়ান উড', 'মানুষখেকো বিড়ালেরা' গল্পকে খুঁজে পাওয়া যাবে 'স্পুটনিক প্রিয়তমা' উপন্যাসে। তাঁর গল্প পাঠককে তরিয়ে দেয়না। বরং মরূচারীর মত ক্ষুধাগ্রস্ত-তৃষ্ণাগ্রস্ত করে, মরীচিকার মত ছুটিয়ে নেয় পিছু পিছু, শেষ অব্দি মুরাকামি তাকে ঘড়ির দোলটের মত সময়হীন-ঘটনাহীন একটি শূণ্যস্থানে দুলিয়ে দিয়ে চলে যান। তাকে ত্রাণ করবার, তার হাতে কোনো ঘনবস্তু ধরিয়ে দেবার কোনো ছেলেভুলানো প্রতিশ্রুতি না রেখে। স্কট ফিৎজেরাল্ড বা আন্তন চেখভ্ এর মত তাবড় লেখকদের সব ছোটগল্পই যে মাস্টারপিস, এমন নয়- এর থেকে একধরনের সান্তনা পেয়েছেন হারুকি মুরাকামি, ছোট্ট একটু ডিটেইল থেকে-শব্দ থেকে-দৃশ্যকল্প থেকে যেটুকু গল্প উছলে ওঠে- তা দিয়েই ফুলকি জ্বেলে ফুরিয়ে যাওয়া যায়, 'ডাবলিনার্স' এ জয়েস যেমন 'দ্য বোর্ডিং হাউজ' গল্পে অঢেল ডিটেইল দিয়ে হঠাৎই ফুরিয়ে যান। মুরাকামি বলেন তাঁর নিজের ছোটগল্প জগতটাকে নরম ছায়ায় মেখে দেয়া কেবল, তাঁর গল্প পেছনে ফেলে আসা ঝাপসা পায়ের চিহ্ন।

কি গল্পে, কি উপন্যাসে মুরাকামির জাপানী নারী আধুনিক এবং নাগরিক ; জায়া-জননী হবার বাসনায় চালিত- সন্তান জন্ম দিয়ে সম্রাটের প্রতি নাগরিক কর্তব্য সাধিকা জাপানী নারীদের থেকে ভিন্ন। তার নারী নাগরিক নিঃসঙ্গতা-বেদনা-রহস্যে জায়মান সত্তা, দেশ-কালের সীমানা ডিঙিয়ে তাকে যে কোনো পরিসরে বসিয়ে দেয়া যায়, কেননা তার সংবেদ আন্তর্জাতিক, তাকে তাড়িয়ে বেড়ানো ইচ্ছা-অনিচ্ছা-প্রেম-প্রেমহীনতা-উপলব্ধি-সংকট এসবই একান্তভাবে যেকোনো নারীর বা বলা উচিত যেকোনো মানুষের।

তার নারী গভীর হেঁয়ালিপূর্ণও কী নয়? গভীর রাতে নাগরদোলায় আটকা পড়ে দেখতে পায় নিজের ঘরে সে নিজেই অঙ্কশায়িনী হচ্ছে অপ্রিয় পুরুষের, পরদিন সকালে নাগরদোলা থেকে নেমে আসে একমাথা পাকা চুল নিয়ে (স্পুটনিক প্রিয়তমা), একমাত্র ছেলে যেখানে কচ্ছপ খেতে আসা হাঙরের খাদ্য হয়, সেখানকার সৈকতের হোটেলে প্রতি ছুটিতে এসে পিয়ানো বাজায় (হানালি উপসাগর), পাহাড়ের উপর অন্ধদেওদার গাছে ছাওয়া একটা ঘরে ঘুমিয়ে থাকে আর তার কান ভরে থাকে দেওদারের রেনুভরা পোকায় (অন্ধদেওদার। ঘুমন্ত নারী), একটা ওয়াকিং ক্লজেট ভর্তি বিস্তর কাপড় থাকা সত্ত্বেও নতুন পোশাক না কিনতে পেরে একরকম আত্মহত্যাই করে (টোনি তাকিতানি)। 'আমাদের সময়ের গাঁথা', 'জোনাকী', 'অন্ধ দেওদার।ঘুমন্ত নারী' এবং 'মানুষখেকো বিড়ালেরা' এইগল্পগুলিতে বিবাহবহির্ভূত প্রণয়-প্রণয় বহির্ভূত বিবাহ-পরমবন্ধুর প্রেমিকার সাথে প্রেম এইসব সংকট এমনভাবে উপস্থিত, যেন পুরোগল্পে তা একরকম মেঘলা আবহ রচনা করে, যেন নারীচরিত্রগুলি একরকম দূরবর্তী অশুভ-অকল্যানকে দ্যাখে- কিন্তু গল্পের একপর্যায়ে মনে হয় এত সহজ সংকট তিনি

সৃষ্টি করেননি। নারীর নিঃসঙ্গতা এবং আন্তঃনিঃসঙ্গতা যতরকম প্রেতকে দরজার আড়ালে দাঁড় করিয়ে রাখে, শয্যার নীচে শুইয়ে রাখে, তারা সবাই এই ইন্দ্রিয়পূর্তি ভোজ এ উপস্থিত।

প্রেম যখন একালে যথেষ্ট উত্তর-আধুনিক শব্দ হয়ে উঠতে পারেনি, হারুকি মুরাকামির উপন্যাস এবং গল্প সেখানে গভীরভাবে প্রেমসকাতর, অভিভূত এবং বিষন্ন। এ একেবারে জন্মাদপি সত্য (এপিকগুণসমৃদ্ধ) মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম, কিন্তু তা ভীষণভাবে হাহাকারময়। মুরাকামির গল্পের/ উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলি পুরুষের বর্ণনায় আবছা ধরা দেয়, 'ধরা দেবেনা অধরা ছায়া' হয়ে থাকে নারী পুরুষের কাছে, এক শয্যায় শুয়ে, এক টেবিলে বসে রাতের খাওয়া খেয়ে, একই রেস্টুরেন্টে যেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে একই দ্বীপে বাস করেও... কিছুতেই তারা যেন একে অন্যের কাছে পৌঁছায়না, এই দূরত্ব অনপনেয়, ফলে শেষ অব্দি তারা রয়ে যায় অজানা। তার নারী ধাঁধা, আলেয়া, রহস্যবর্তিকা, ক্রম-অপসৃয়মান, সাইফার মতন, মুরাকামি তাদের চুলের গুছি থেকে বেরিয়ে আসা শাদা কানের বিবরণ দেন, তাদের জামার রঙ- ঢিলে জামা থেকে উদগত ছোট্ট স্তনের বর্ণনা দেন, কিন্তু তারা বরাবরই রহস্যময় কথা বলে, হারিয়ে যায় যূগান্তরের অদর্শনের আড়ালে কিংবা গরঠিকানায় স্যানাটোরিয়ামে, ফিরে ধরা দেয় একটা খামখেয়ালি ফোনকলে বা চিঠিতে, আবার হারিয়ে যায় এমন যে বিশ্বাস হয়না কোনোদিন সে ফিরে এসেছিল... অন্তহীনভাবে পাঠকও এই নারীর অন্বেষণরত হয়ে ওঠে। পুরুষ তাকে খুঁজে বেড়ায়, কী- যেন- একটা- গড়ে- উঠেছিল সেই একরকমের কষ্ট নিয়ে কন্ডো তে ফেরে, পাস্তা সেদ্ধ করে বা মাখনে-সরষেবাটায় মিলিয়ে স্যান্ডুইচ বানায় নিবিড় মনোযোগে- ডিটেইলই বলে দেয় এইসবে তার মন লাগেনা। তার মন নিয়েছে চিলে!

'তুষারমানব' ছাড়া বেশীর ভাগ গল্পের উত্তমপুরুষের কথক পুরুষ, মুরাকামির জবানিতে জানা যায়, 'তুষারমানব' গল্পের উৎস তাঁর স্ত্রীর দেখা দুঃস্বপ্ন। মুরাকামির ' তুষারমানব' এখানে দেয়া গেল-স্কী-রিসর্টে গিয়ে মেয়েটি একজন তুষারমানবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মাথা ভরা তুষার, হাতপায়ের আঙুলে হিম জমে আছে, সকালবেলার ঠান্ডা-শাদা আলো দিয়ে তৈরী যেন সে, মুখটা যেন ছেনি দিয়ে গড়া- একমনে বই পড়ছে। মেয়েটা প্রতিদিন তাকে দেখতে পায়, একই জায়গায়, একইভাবে প্রস্তরীভূত হয়ে বই পড়ছে। একসময় স্বভাবলাজুক মেয়েটাও আর কুলিয়ে ওঠেনা, উঠে গিয়ে তার সাথে কথা বলে সে- টুকটাক প্রশ্ন। তুষারমানব তার কথার জবাব দেয় কমিক্স বুকের মত, বাষ্পের মত তার মাথার উপর কথার বেলুন ফুলে ওঠে, তাতে স্পষ্ট উত্তর লেখা। মেয়েটা লাল হয়ে ওঠে, তুষারমানব মুখ তুলে চায়, আবছা হাসি কি সেই মুখে? সে মেয়েটাকে বসতে বলে। তারা লজ্জা ভেঙে আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করে, মেয়েটার কিন্তু কৌতূহল অসীম- কী করে লোকটা গরমকালে? কী খায় সে? বাড়িতে কে কে আছে তার? এইসব মামুলি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার জন্যে তার অদম্য ইচ্ছা হয়। কিন্তু লোকটা সেদিক মাড়ায়না। উলটো বলতে থাকে মেয়েটার সম্পর্কে। মেয়েটা আশ্চর্য হয়ে দ্যাখে তার সম্পর্কে সবকিছু এই লোকটা জানে- যেন সে ন্যাংটো দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। ভবিষ্যত দেখতে পায় কী এই লোকটা? মাথা নেড়ে না বলে লোকটা, বলে- বরফ শুধু অতীত জমিয়ে রাখে, ভবিষ্যত বরফের বিষয় নয়। বরফ এমন করে সব অপরিবর্তনীয় করে জমাট বাঁধিয়ে রাখে- যে সব স্বচ্ছভাবে দেখা যায়... এটুকুই বরফের কাজ।" হাঁফ ছেড়ে বাঁচে মেয়েটা, ভবিষ্যত সে জানতে চায়না।

টোকিওতে ফিরে যাবার পরের দিনগুলিতে তারা আরো অনেক আলাপ করলো। পার্কের বেঞ্চীতে বসে। লোকটা কিছুতেই তার নিজের কোনো কথা বলেনা। মেয়েটার উদগ্র আগ্রহ, লোকটা কেবল তুষারঝড়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে তার কোনো অতীত নেই, তার কাজ অন্যের অতীতকে জমাট করে রাখা। সে তার জন্মস্থান জানেনা, বয়স জানেনা, জন্মভূমি বা জন্মদাতাও জানেনা... অন্ধকার মহাসাগরে ভাসমান হিমশৈলের মত সে একলা একটা শূণ্যস্থানে দুলছে। কুড়ি বছরের মেয়ে, তার কাঁচা বয়েসের চোখ, তার গভীর জীবনাগ্রহী মন, সে ভয়ানক ভালবেসে ফেলে তুষারমানবকে, এবং তুষারমানব তাকে, শুধু তাদের বর্তমানকে।

মেয়েটা ঠিক করে সে তুষারমানবকে বিয়ে করবে। তার মা আর বড়বোন তাকে খুব বোঝায়- এ ঠিক হচ্ছেনা। তুষারমন্ড কী করে স্বামীর সব দায়িত্ব পালন করবে? কী তার অতীত? কী তার ভবিষ্যত যদি সে গলে যায়? মা কিচ্ছু জানেনা। তুষারমানব ঠান্ডা ঠিকই, কিন্তু সে গলে যাবেনা

নিশ্চিত, সে বুকের ভিতর হিমেল বাতাস ঢুকিয়ে দেয়না, তাকে জড়িয়ে ধরলে সে নিজে হিম হয়ে ওঠেনা- এইসব মাকে কী করে বোঝায় সে!

বিয়ে করে মেয়েটা, লোকটাকে। যার বার্থ সার্টিফিকেট নেই, তার তো সিভিল সেরিমনি হয়না, অতএব কেউ আসেনা তাদের বিয়েতে। তারা দু'জন কেবল ধরে নেয় আজকে থেকে তারা বিবাহিত। একটা কেক কিনে এনে দু'জনে কেটে খায়। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে। তুষারমানব একটা হিমাগারে কাজ নেয়। ঠান্ডায় তো তার কোনো সমস্যা হয়না! খাওয়াদাওয়া বলতে গেলে লোকটা কিছুই করতোনা, ফলে তার ওপরওয়ালা তার উপর তুষ্ট ছিল, বেতন দিত বেশী। কেউ আসতোনা তাদের বাড়িতে। তারাও কোথাও যেতনা। নিরুপদ্রব জীবন।

প্রথম যখন লোকটা মেয়েটার শরীরে প্রবেশ করলো অন্ধকারে মেয়েটা সেই হিমশৈল দেখতে পেল, মেরুসাগরে ভাসছে, কঠিন-বিশাল বরফের চাঙড়। তাতে লক্ষলক্ষ বছরের ইতিহাস জমাট হয়ে আছে। মেয়েটার মনে হলো লোকটা তার ভেতরে সেই বরফের চাঙড়ের স্মৃতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। লোকটা নিশ্চয়ই জানে কোথায় ঐ অন্ধকার সমুদ্র, কোথায় ঐ বরফের শাদা চাঁই? এরপর আস্তে আস্তে সে অন্ধকারে সেই হিমশৈল বুকে নিয়ে ভাসতে শিখে গেল, এমনকী মেয়েটা ভালবাসতে শুরু করলো তার সোহাগ। একে অন্যকে তারা গভীর ভালবাসতে থাকলো। লোকে ধীরে ধীরে তুষারমানবের সাথে তার বিয়ে-সংসার এইসব সহজভাবে নিতে শুরু করলো। এমন আর জটিল কিছু তো নয়, এমনটা হতেই পারে। তবে সে বুঝতো তাদের আর সাধারণলোকের মাঝে যেন একখানা জলাশয়মতন, কেউ তা পার হবেনা। চেষ্টা করেও ওদের বাচ্চা হচ্ছিলনা, হয়তো তুষারমানব আর সাধারণ মানুষের জীন এর তফাতের জন্যেই। যাই হোক, মেয়েটার হাতে ছিল অঢেল ফুরসত। স্বামী চলে গেলে সে ঘর গুছাতো, তারপর অথৈ জলের মত নিস্তব্ধতা। হয় বই পড়া নয় গান শোনা। মা কিংবা বড়বোন তার খোঁজ রাখেনি, টেলিফোনেও কারো সাথে কথা বলার নেই। কমবয়েসের মেয়ে কিনা, বিরক্ত হয়ে যেত সে। তার চেয়েও বেশী, মনে হতো এক একটা দিন যেন গতদিনেরই ছায়া। এইভাবে অনন্তকাল. . .

একদিন মেয়েটা স্বামীকে বলে- তারা কোথাও বেরিয়ে আসতে পারেনা? টাকাপয়সা তো যথেষ্ট জমেছে- ছুটিও পাওনা আছে লোকটার, মধুরাত যাপন করতে তারা কোথাও যেতে পারেনা? তুষারমানব আবার তুষারঝড়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নবীন তুষার ভাঙবার মুচমুচ আওয়াজ হয় বাতাসে যেন, সে বলে- মেয়েটিকে সুখী করতে সে যা যা কিছু সম্ভব সব করবে। মেয়েটা বলে- তাহলে দক্ষিণ মেরু?" ঠিক দক্ষিণ মেরু কেন তার মাথায় এসেছিল, বলা মুশকিল। হয়তো অনবধানে সে ভেবেছিল মেরু তার স্বামীর ভালো লাগবে। তাছাড়া একটা পার্কায় মাথা ঢেকে, মেরুজ্যোতির আলোয় পেঙ্গুইনদের সাথে খেলতে তারও নিশ্চয়ই মন্দ লাগবেনা। এইসব ভাবতে ভাবতে সে তাকিয়ে দ্যাখে তার স্বামী একপলকে তার দিকে তাকিয়ে আছে- চোখের ভিতর থেকে একটা বরফের ছুরি এসে যেন তাকে আঘাত করলো, বুদ্ধির কেন্দ্র শিথিল হয়ে গেল তার। তাহলে তাই হোক, তার স্বামী বললো, সপ্তাহদুয়েক আমি ছুটি যোগাড় করবো, তুমিও গুছিয়ে নিও, পারবেনা?" মেয়েটা জবাব করলোনা, ছুরিকাঘাতে তার মাথা ভেবলে গেছে।

যতই দিন এগিয়ে আসতে থাকলো, মেয়েটা রীতিমত পরিতাপ করতে লাগলো- কেন সে দক্ষিণ মেরুর প্রসঙ্গ তুললো! তার স্বামী যেন আমূল বদলে গেছে, তার চোখে সারাক্ষণ ঐ তীক্ষ্ণ বরফের ছুরি খেলছে, তার শ্বাসবায়ূ তুহিনশাদা, আঙুলগুলির ডগা তুষারে ঢেকে গেছে। যাবার পাঁচদিন আগে সে ঠিক করলো দক্ষিণ মেরু চুলোয় যাক। কেন, কোনো স্বাভাবিক জায়গায় গেলে কি হয়, ইউরোপের কোথাও. . . স্পেনে, ওয়াইন খাবে আর পায়েইয়্যা চাখবে, বড়জোর দু'একটা ষাঁড়ের লড়াই দেখবে। তার স্বামী সেকথায় এমন করে তাকালো যেন উদ্বায়ী হয়ে যাবে সে, তখনি, সেখানেই। স্পেনে বড্ড গরম আর ধুলো। আর খাবারগুলি ঝাল। আর আমি আমাদের টিকেট কেটে ফেলেছি, তোমার জন্যে ফারকোট আর ফারবুট কিনেছি, সেসবই তো পানিতে যেতে পারেনা। আমরা দক্ষিণ মেরুতেই যাব।"

আসলে ভয় পেয়েছিল মেয়েটা। রাতের পর রাত দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে। যেন কী একটা অমঙ্গল অপেক্ষা করছে দক্ষিণ মেরুতে। মেরুঝড়ের ভিতর হাঁটতে হাঁটতে সে যেন একটা প্রকান্ড গর্তে পড়ে গেল।

তারপর জীবিত অবস্থাতেই সে যেন জমে যেতে থাকলো। সে আকাশ দেখতে পাচ্ছে, লোকে তাকে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে সে একটা অতীতকালের বস্তুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, শিলীভূত অতীত। কাঁদতে কাঁদতে জেগে যেত সে। তার স্বামী ঘুম থেকে জেগে তাকে বুকে নিয়ে ছেলেভোলানোর মত করে বলতো- স্বপ্ন তো স্বপ্নই। অতীতের বস্তু। ভবিষ্যতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। স্বপ্ন তোমাকে চালায়না- এইসব।

গোমরা মুখে- ভারী হৃদয়ে সে দক্ষিণ মেরুতে চললো, শীতে উড়োজাহাজের কাঁচ জমে যেতে লাগলো, বাইরে কেবল ঘন মেঘ। প্লেনে কেউ কোনো কথা বললোনা।প্লেন থেকে নেমে দক্ষিণ মেরুতে পা রাখতেই মেয়েটির স্বামী কেঁপে উঠলো যেন। আর কেউ দেখলোনা, শুধু সে, দেখলো তার স্বামী কেঁপে উঠে একটা মস্ত শ্বাস ফেললো, তারপর নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল লোকটার মুখ- তাহলে এখানেই আসতে চেয়েছিলে তুমি?" মেয়েটা জানালো- হ্যাঁ। যতটা না ভেবেছিল, দ্যাখা গেল তার চেয়েও দক্ষিণ মেরু জনমানবহীন। একটা যেনতেন শহর। তাতে একটা যেনতেন হোটেল। মেরুজ্যোতি- ফ্যোতি দূরে থাক, একটা পেঙ্গুইনও নেই। লোকে মেয়েটার ভাষা বোঝেনা, যাই জিজ্ঞেস করে শুধু মাথা নাড়ে। যদ্দুর চোখ চলে শুধু বরফ আর বরফ, গাছ নাই, ফুল নাই, নদী নাই, হ্রদ নাই. . . বিরান বরফের প্রান্তর শুধু।

তার স্বামী কিন্তু দিব্যি হেঁটে বেড়াতে লাগলো ফুর্তিতে, ক'দিনেই শিখে গেল স্থানীয় ভাষা, স্থানীয় লোকদের সাথে ঠিক ঐরকম হিমেল স্বরে কথা বলতে লাগলো ঘন্টার পর ঘন্টা। মেয়েটার প্রাণশক্তি বরফের সংস্পর্শে ক্ষীণ হতে লাগলো।দিনক্ষণ- সময় সবকিছুর মাপনী তার হারিয়ে যেতে লাগলো। শুধু বরফ। ঐ দিকভ্রান্তির ভিতরও সে পষ্ট করে বুঝতে পারছিল যে স্বামী তার সাথে দক্ষিণ মেরুতে বেড়াতে এসেছিল, সে এই লোকটা নয়। অন্য কেউ। অথচ তার স্বামী এখনো তাকে আদর করে কথা বলে, মন থেকেই বলে, তার সুখসুবিধার দিকে নজর রাখে। কাকে বলবে সে এই কথা? এখানে সবাই তার স্বামীকে খুব পছন্দ করে, তাদের আমুদে গলার রগড় আর গান ভেসে আসে বাইরে থেকে। সে তার হোটেলের ঘর বন্ধ করে দক্ষিণ মেরুর ভাষার খটোমটো গ্রামার শিখতে চেষ্টা করে। জানে, হবে না, তবু করে।

তাদের এখানে পৌঁছে দেবার পরে আর একটা প্লেনও আসেনি। শীতে রানওয়ে ঢেকে গেছে অনেকটা বরফে। যেন মেয়েটার হৃদয়ের মতন। শীত এসে পড়েছে, দীর্ঘ দীর্ঘ শীতকাল। বসন্তকালের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, বলে তার স্বামী। দক্ষিণ মেরুতে আসবার তিনমাস পরে মেয়েটা টের পেল, সে গর্ভবতী। আর কেমন করে যেন সে টের পেল, তার পেটে যে আছে সে একটা ছোট্ট তুষারমানব। কাঁচের পরতের মতন তুষার জমেছে তার অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে। তার জরায়ূ হিম হয়ে আসছে। সে নিশ্চিত জানে তার শিশুর চোখও হবে ঐরকম বরফের ছুরির মত চোখ। তাদের ক্ষুদে পরিবারটা দক্ষিণ মেরুর বাইরে কখনো যাবেনা, একটা হিমায়িত অতীতের মত জমাট হয়ে থাকবে এই বরফ- উপকূলে। এ বরফ কোনোদিন তারা ঝেড়ে ফেলতে পারবেনা।

মেয়েটার ছোট্ট প্রাণে উষ্ণতার আধারটুকু নিভতে থাকে। যেন উষ্ণতা বলতে কোনোদিন কিছু ছিলনা।এখনো সে কাঁদতে পারে কিন্তু। সে যখন কাঁদে তার স্বামী চুমুতে মুছে নেয় চোখের পানি, বরফ হয়ে যায় সে পানি, গাল থেকে বরফটুকু জিভে নিতে নিতে তার স্বামী তাকে বলে- তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।" জানে সে। সত্যি ভালবাসে তুষারমানব তাকে। শুধু ঐ আমি তোমাকে কত ভালবাসি কঠিন শীতের বাতাসে উড়ে যেতে থাকে, অতীতকালের দিকে উড়ে উড়ে. . . আর মেয়েটা আর একটু কাঁদে। তুষারজমাট হিমেল ঘরে বসে।